গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
১৩ শহীদ ক্যাপটেন মনসুর আলী সরণি
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা- ১০০০
www.fisheries.gov.bd

নং- ৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০৩৫.১৫ (২য় খন্ড)- ৩৫০ তারিখ: ০৮/০৪/২০১৮ খ্রি.

বিষয়: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা অনুসরণ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর ২০/- (বিশ) টাকা মূল্যমানের লটারির টিকেট বিক্রয় এবং পাট পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: (১) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১২/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১০৮.৯৯.০২২.১৬-৩২০ সংখ্যক স্মারক।
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০১/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১১.২৭.০৪৬.১৫-১৪০ এবং ১৩/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪১৬.৯৯.০০১.১৮-১৫৪ সংখ্যক স্মারক।
(৩) বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর ০২/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখের ০০১৮/বাফুফে-লটারী (২)/২০১৮ সংখ্যক স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রসমূহের প্রেক্ষিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা অনুসরণ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর ২০/- (বিশ) টাকা মূল্যমানের লটারির টিকেট বিক্রয় এবং পাট পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। ছায়ালিপি পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

০৮/০৪/১৮
(মোঃ রমজান আলী)
উপপরিচালক (প্রশাসন)(চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ০২-৯৫৬৯৩৫৫
ই-মেইল: ddadmin@fisheries.gov.bd

বিতরণঃ (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১. পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম/পরিচালক, মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী, সাভার, ঢাকা/পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য)/প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা ও মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি/মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
২. উপপরিচালক (প্রশাসন/মৎস্যচাষ/অর্থ ও পরিকল্পনা/চিংড়ি), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা/সিলেট বিভাগ, সিলেট/রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী/খুলনা বিভাগ, খুলনা/রংপুর বিভাগ, রংপুর/বরিশাল বিভাগ, বরিশাল/চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা/ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
৪. কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী/উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম।
৫. অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর/মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/ সিরাজগঞ্জ/ চাঁদপুর।
৬. প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত পরিচালক)/জাতীয় প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক.....।
৭. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৮. প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৯. অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র, পূর্বগঙ্গাবর্দী, ফরিদপুর।

আপনার অধিনস্থ দপ্তরসমূহ-কে বিষয়টি অবহিতকরণসহ পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে):

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
২. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নং-৩৩.০০.০০০০.১০৮.৯৯.০২২.১৬/৩২০

তারিখ ঃ ২৮ ফাল্গুন ১৪২৪ / ১২ মার্চ ২০১৮

বিষয়ঃ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা অনুসরণ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর ২০/- (বিশ) টাকা মূল্যমানের লটারির টিকেট বিক্রয় এবং পাট পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ ১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং-০৪.০০.০০০০.৫১১.২৭.০৪৬.১৫.১৪০, তারিখঃ ০১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ ও ০৪.০০.০০০০.৪১৬.৯৯.০০১.১৮.১৫৪, তারিখঃ ১৩/০২/২০১৮ খ্রিঃ।
২। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর পত্র নং-০০১৮/বাফুফে-লটারি(২)/২০১৮, তারিখঃ ০২/০১/২০১৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন হতে প্রাপ্ত পত্রসমূহের ছায়ালিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসংগে প্রেরণ করা হলো।

একান্ত শাখা, মহাপরিচালকের দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
তারিখঃ
নিবন্ধন নং

সংযুক্ত ঃ বর্ণনামতে।

(গোলাম মোস্তফা)
উপসচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৬৬৯৬

বিতরণঃ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
৬। উপপরিচালক (উপসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৭। অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০১/০৩/২০১৮ তারিখের ১৪০ সংখ্যক স্মারকের পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৯। রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারী কাউন্সিল, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১১.২৭.০৪৬.১৫.১৪০

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন ১৪২৪ / ০১ মার্চ ২০১৮

বিষয়: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা অনুসরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারিকৃত 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৬' যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে **পুনরায়** অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৪৮৮৭
ই-মেইল: fac_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

০১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব/সচিব ... কার্যালয়/মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
০৩। কমিশনার ... (সকল বিভাগ)।
০৪। জেলা প্রশাসক ... (সকল)।

অনুলিপি:

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব-মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

E:\2017\Division\Chittagong Division\Comilla\Comilla dist. letter-U.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৬

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১। ভূমিকা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। বাংলাদেশেও ব্যক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উভয় পর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারের এ প্রবণতা লক্ষণীয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণের ৮০% সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন বলে জানা যায়। অপরদিকে বর্তমানে দেশব্যাপী আট শতাধিক সরকারি অফিস দাপ্তরিক কাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

২। নির্দেশিকা জারির উদ্দেশ্য ও ব্যবহার:

২.১। উদ্দেশ্য:

ক. সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;

খ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীগণের করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করা; ও

গ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা।

২.২। ব্যবহার:

এ নির্দেশিকাটি সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা, কমিশন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানী, মাঠ পর্যায়ের অফিস, শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং গণকর্মচারীগণ কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্লাটফরম নির্বাচন:

ইন্টারনেটে বিভিন্ন শ্রেণির সামাজিক মাধ্যম আছে, যেমন: ব্লগ, মাইক্রোব্লগস, এন্টারপ্রাইজ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, বিজনেস নেটওয়ার্ক, কোলাবরেটিভ প্রজেক্টস, ফোরামস, ফটো শেয়ারিং, সোশ্যাল বুকমার্কিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, ভিডিও শেয়ারিং ইত্যাদি। অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন প্লাটফরমের অধিকাংশই যে কোন ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত। অনেকক্ষেত্রে একজন ব্যবহারকারী একাধিক প্লাটফরম ব্যবহার করছেন। এছাড়া কোন কোন প্লাটফরমের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ বা সমন্বয়ের সুবিধাও রয়েছে। এসব যোগাযোগ মাধ্যম তথা প্লাটফরমের ভিন্নতা অনুযায়ী এগুলোর বৈশিষ্ট্য, সুবিধা, অভীষ্টগোষ্ঠী, ব্যবহারের শর্তাবলী, তথ্যের প্রাইভেসি, ইত্যাদির ভিন্নতা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি ও কর্মকৌশল, অভীষ্টগোষ্ঠী ও অংশীজন, পদ্ধতি ও সংস্কৃতি ইত্যাদির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্লাটফরমের নিয়ম ও শর্তাবলী বিবেচনা করে উপযুক্ত এক বা একাধিক প্লাটফরম নির্বাচন করা যেতে পারে।

৪। সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য হচ্ছে- প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন। সর্বোপরি, সরকারি দপ্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নাগরিকদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের নতুন সুযোগ তৈরি এবং সরকারি কর্মচারীগণের একুশ শতকের উপযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্যে সাধারণভাবে, নিম্নবর্ণিত প্রাতিষ্ঠানিক কাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে:

ক. নেটওয়ার্কিং ও মতবিনিময় (অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ);

খ. নাগরিক সেবা প্রদানে সমস্যা পর্যালোচনা ও সমাধান;

গ. জনসচেতনতা ও প্রচারণা;

ঘ. নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবন;

ঙ. সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ;

চ. জনবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; এবং

ছ. দাপ্তরিক স্বীকৃতি ও নাগরিক সেবা প্রদানের নতুন মাধ্যম ইত্যাদি।

৫। একাউন্ট ব্যবস্থাপনা:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রচলিত কোন প্লাটফরম ব্যবহার করার লক্ষ্যে দাপ্তরিক একাউন্ট তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি অনুসরণ করতে হবে:

ক. দপ্তরের একাউন্ট বা পেজ বা ব্যানার ব্যক্তি বা পদবির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের নামে হবে। তবে, একাউন্ট তৈরির ক্ষেত্রে সিস্টেমে ব্যক্তির নাম প্রদান করা অপরিহার্য হলে ব্যক্তির নামের পাশাপাশি মূল পেইজের ব্যানারে প্রতিষ্ঠানের নাম ও লোগো থাকতে হবে।

খ. মূল পেইজের ব্যানারে অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে উক্ত মাধ্যম ব্যবহারের উদ্দেশ্য, অভীষ্টগোষ্ঠী (অডিয়েন্স) ও ব্যবহারকারী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে।

গ. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা ৩/৫ সদস্যের একটি টিম উক্ত ইউজার একাউন্টের এডমিন বা মডারেটর বা কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।

ঘ. দাপ্তরিক পেইজের ব্যানার বা প্রোফাইল পিকচারে কোন ব্যক্তিগত ছবি ব্যবহার করা যাবে না।

ঙ. একাউন্টের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার স্বার্থে তা' সময়ে সময়ে পরিবর্তন করবেন।

চ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিবেচনায় এবং প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের আলোকে এর কন্টেন্ট প্রদর্শন, মন্তব্য/মতামত জ্ঞাপন, সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি, প্রবেশাধিকার, প্রাইভেসি ইত্যাদি বিষয়ের সেটিংস সংশ্লিষ্ট এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচন করা হবে।

ছ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে প্লাটফরম ব্যবহার করা হবে তার নিয়ম ও শর্তাবলি অবশ্য পালন করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এর জন্য কোন অনভিপ্রেত অবস্থার সম্মুখীন হতে না হয়।

জ. সোশ্যাল মিডিয়া পেইজকে দাপ্তরিক নিজস্ব ওয়েবসাইটের সঙ্গে অবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে। তবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে দাপ্তরিক ওয়েবসাইটের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।

ঝ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে সরকারের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System)-এর সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।

ঞ. দাপ্তরিক যোগাযোগের সময় চিঠিপত্রসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেটার হেডে প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক ঠিকানার সঙ্গে বর্তমানে ব্যবহৃত ওয়েব ঠিকানার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিজস্ব একাউন্টটিও প্রদর্শিত হবে।

ট. সরকারি কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত একাউন্ট থাকতে পারে যা উপর্যুক্ত নির্দেশনার আওতায় আসবে না; তবে

অ. ব্যক্তিগত একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীকেও দায়িত্বশীল নাগরিকসুলভ আচরণ ও অনুশাসন অবশ্যই মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে;

আ. বাস্তব বা স্বাভাবিক অবস্থায় একজন সরকারি কর্মচারীর আচরণ, প্রকাশ, মিথস্ক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি, করণীয় ও বর্জনীয় দিকসমূহের প্রতিফলন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে;

ই. কন্টেন্ট ও 'ফ্রেন্ড' সিলেকশনে সতর্কতা অবলম্বন এবং অপ্রয়োজনীয় ট্যাগিং বা রেফারেন্সিং পরিহার করতে হবে; এবং

ই. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার বা নিজ একাউন্টের ক্ষতিকারক কন্টেন্ট-এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন বা বিধি-বিধানের সম্মুখীন হবেন।

৬। কন্টেন্ট ব্যবস্থাপনা:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদেয়/প্রদত্ত কন্টেন্ট অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

ক. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিতব্য টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও, ইত্যাদি গুরুত্বের সঙ্গে নির্বাচন ও যাচাই করতে হবে। এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ কন্টেন্টের উপযুক্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্লাটফরমে তা' প্রকাশের অনুমতি প্রদান করবেন;

খ. নিজস্ব পোস্টে প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্তের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে;

গ. ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট কোন কন্টেন্ট প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে;

ঘ. অপ্রয়োজনীয় বা গুরুত্বহীন বিষয়ে পোস্ট দেওয়া নিরুৎসাহিত করতে হবে; এবং

ঙ. গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্টসমূহের আর্কাইভিং, পুনঃপ্রদর্শন, ও শেয়ারিং উৎসাহিত করতে হবে।

৭। হালনাগাদকরণ ও সাড়া প্রদান:

ক. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে দু'বার নিজ সাইট হালনাগাদ/সাড়া প্রদান করবেন;

খ. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এডমিন/মডারেটর/কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উত্থাপিত সমস্যা, মন্তব্য বা প্রশ্নের বিষয়ে সাড়া প্রদান করবেন;

গ. সাড়া প্রদানে বিলম্ব হলে অন্তর্বর্তীকালীন আপডেট দিবেন। প্রয়োজনে এ পোস্টে উত্থাপিত সমস্যা, মন্তব্য বা প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ব্যক্তিকে ট্যাগ করবেন এবং তাঁর সাড়া প্রদান নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবেন;

ঘ. জনপ্রশাসনে নাগরিক-সম্পৃক্তি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে, সম্ভব সকল ক্ষেত্রে, জনসাধারণ বা অংশীজন কর্তৃক পোস্ট প্রদানকে উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক কর্তৃক পোস্টকৃত বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা ও সাড়া প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৮। সরকারি আইন ও বিধি-বিধানের প্রযোজ্যতা:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

৯। পরিহারযোগ্য বিষয়াদি:

সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশ করা যাবে না:

ক. জাতীয় ঐক্য ও চেতনার পরিপন্থী কোনরকম কন্টেন্ট;

খ. কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন বা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিপন্থী কোন কন্টেন্ট;

গ. রাজনৈতিক মতাদর্শ বা আলোচনা-সংশ্লিষ্ট কোন কন্টেন্ট;

ঘ. বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, বা সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক বা হেয় প্রতিপন্নমূলক কন্টেন্ট;

ঙ. কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে হেয় প্রতিপন্ন করে এমন কন্টেন্ট;

চ. লিঙ্গ বৈষম্য বা এ সংক্রান্ত বিতর্কমূলক কোন কন্টেন্ট;

ছ. জনমনে অসন্তোষ বা অপ্রীতিকর মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন বিষয়।

১০। পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন:

ক. প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের অগ্রগতি ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করবে।

খ. প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ আয়োজন করবে। সংলাপ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে সংশ্লিষ্ট নাগরিক, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নীতি নির্ধারকদের সম্পৃক্ত করে অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরবর্তী করণীয় চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করতে হবে।

গ. প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বছরে অন্তত একবার যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সোশ্যাল মিডিয়া পুরস্কার বা স্বীকৃতির ব্যবস্থা রাখবে। ফেসবুকের ক্ষেত্রে সেরা পোস্ট, সেরা কমেন্ট, সেরা পেজ, সেরা সমস্যা, সেরা সমাধান, সেরা সিটিজেন জার্নালিস্ট, সেরা সফলতার গল্প ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

১১। এ নির্দেশিকা অনুসরণে কোন সমস্যা বা কোন অনুচ্ছেদের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট এবং এটুআই প্রকল্পের নজরে আনয়ন করা যেতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪১৬.৯৯.০০১.১৮.১৫৪

০১ ফাল্গুন ১৪২৪
তারিখ:----------
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বিষয়: **পাট পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত।**

সূত্র: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ০৯.০১.২০১৮ তারিখের ২৪.০০.০০০০.১১৯.১৮.০০১.১৫/০৪ সংখ্যক স্মারক

উপর্যুক্ত বিষয়ে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসাবে পাটপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

০২। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবগণকে পাটপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রেরিত আধা-সরকারিপত্রের ছায়ালিপি এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

মোঃ সাজ্জাদুল হাসান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৯৭১
general_sec@cabinet.gov.bd

০১। সিনিয়র সচিব
..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ

০২। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়..... মন্ত্রণালয়/~~বিভাগ~~

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪১৬.৯৯.০০১.১৮.১৫৪

০১ ফাল্গুন ১৪২৪
তারিখ:----------
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

অনুলিপি:

০১। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ সাজ্জাদুল হাসান
উপসচিব

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
নথি নং: ২০৭ তারিখ: ১৮/২/১৮
[ ] দ্রুত ব্যবস্থা নিন
[ ] আবশ্যকীয় ব্যবস্থা নিন
[ ] উপস্থাপন করুন
[ ] আলোচনা করুন
[ ] মন্তব্য / মতামত দিন
স্বাক্ষর

Secretary
Ministry of Textiles & Jute
Government of the
People's Republic of Bangladesh

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নথি নং: ২৪.০০.০০০০.১১৯.১৮.০০১.১৫-১৮৫

তারিখ: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৫ মে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

সম্মেদন,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, একসময় পাট থেকে দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। কিন্তু বিবিধ কারনে বিশ্বব্যাপী পাটের চাহিদা কমে যাওয়া, কৃত্রিম তন্তুর ব্যাপক আবির্ভাব এবং পাটের মূল্য কমে যাওয়ায় চাষীরা পাট চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। দেশের পাটকলগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। তদপ্রেক্ষিতে পাটের সনাতনী ব্যবহার ছেড়ে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন, ব্যবহার এবং বিপণনের ধারণা আসে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বন্ধ পাটকলগুলো চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পাশাপাশি পাট সেক্টরকে লাভজনক করার জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। শতভাগ দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদন ও রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পাটপণ্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশ রক্ষার্থে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সিনথেটিক পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক তন্তুজাত পণ্যের ব্যবহারে গুরুত্ব প্রদানের কারনেই আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমানে বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০২। পাট ও পাটজাত পণ্য পরিবেশ বান্ধব। চারা গজানো থেকে আঁশ সংগ্রহ পর্যন্ত প্রায় ১২০ দিন জমিতে থাকে। এই ১২০ দিন বায়ুমন্ডলে প্রতিনিয়ত নিঃসরিত ১২ মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ এবং ১১ মেট্রিক টন অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। পাট গাছের শেকড় থেকে প্রতিটি অংশই গুরুত্বপূর্ণ। পাট পঁচে মাটিতে পরিণত হলে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রতি একর জমিতে ঝড়ে পড়া পাটের পাতা থেকে প্রায় ২.৫ টন জৈব সার পাওয়া যায়।

০৩। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ প্রান্তিক চাষী এবং বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি), বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন (বিজেএমএ), বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ) এর প্রায় ১ লক্ষ ৬৬ হাজার শ্রমিকের জীবিকা ও কর্মসংস্থান পাট উৎপাদন ও পাট শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এছাড়াও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার সাথে আরও প্রায় ৭০ হাজার লোক জড়িত রয়েছে। পাট খাতকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বহুমুখী পাটজাত পণ্যের বিকল্প নেই। তাই দেশের পাটকলগুলো এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণীর উদ্যোক্তা বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে এগিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে এবং বিদেশে তা রপ্তানী ও দেশের বাজারে বিপণনের জন্য সরকারীভাবে বিজেএমসি, বেসরকারীভাবে বিজেএমএ ও বিজেএসএ এর সদস্যভূক্ত কিছু মিল এবং এ মন্ত্রণালয়াধীন জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর উদ্যোক্তাগণ কাজ করে যাচ্ছে।

০৪। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে যেসব বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পাটের তৈরী কাগজ, অফিস আইটেমস (বিজনেস কার্ড, ফাইল কভার, ম্যাগাজিন হোল্ডার, কার্ড হোল্ডার, পেপার হোল্ডার, বক্স ফাইল, পেন হোল্ডার, টিস্যু বক্স কভার, ডেস্ক ক্যালেন্ডার ইত্যাদি), বিভিন্ন প্রকার ব্যাগ (সেমিনার ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, লেডিস পার্টস, ওয়াটার ক্যারী ব্যাগ, মোবাইল ব্যাগ, পাসপোর্ট ব্যাগ, ভেনিটি ব্যাগ, শপিং ব্যাগ, গ্রোসারী ব্যাগ, সোল্ডার ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ, সুটকেস, ব্রীফকেস, হ্যান্ড ব্যাগ, মানি ব্যাগ ইত্যাদি), পাটের সুতা, নার্সারী আইটেম (জুট টেপ, নার্সারী সীট ইত্যাদি), হোম টেক্সটাইল (বেড কভার, কুশন কভার, সোফা কভার, কম্বল, পর্দা, টেবিল রানার, টেবিল ম্যাট, কার্পেট, ডোর ম্যাট, শতরঞ্জি ইত্যাদি), পরিধেয় বস্ত্র (ব্লেজার, ফতুয়া, কটি, শাড়ী ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ধরণের সোপিস। উক্ত পণ্য সামগ্রীর বেশকিছু পণ্য বিদেশের বাজারে রপ্তানী হচ্ছে। কিন্তু দেশীয় বাজারে এসকল পণ্যের বাজার খুবই সীমিত। ফলে এ খাতে উদ্যোক্তাগণ কাঙ্খিত সুবিধা পাচ্ছেন না। দেশীয় বাজারে উক্ত পণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্ত উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত বহুমুখী পাটপণ্যের একটি তালিকা, সম্ভাব্য মূল্য ও প্রাপ্তির স্থান-এর বিবরণ এতদসঙ্গে সদয় অবগতির জন্য সংযুক্ত করা হলো। প্রয়োজনে বিস্তারিত জানার লক্ষ্যে www.motj.gov.bd ভিজিট করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

চলমান পাতা-০২

Secretary
Ministry of Textiles & Jute
Government of the
People's Republic of Bangladesh

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫। চাহিদা অনুযায়ী নতুন পাটজাত পণ্য উদ্ভাবনে প্রতিনিয়ত নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি উদ্ভাবিত ও ফিল্ড ট্রায়ালে সফলভাবে পরীক্ষিত জুট জিও-টেক্সটাইলস্ (জেজিটি) পণ্যটি সম্পূর্ণ পাট দ্বারা তৈরী এক ধরণের কাপড়। নদীর পাড় ভাঙ্গন, পাহাড়ের ভূমিধ্বস রোধ ও মাটির ক্ষয়রোধে জুট জিও-টেক্সটাইলস্ ব্যবহার করা হয়। ইতোমধ্যে জুট জিও-টেক্সটাইলস্ এর মাধ্যমে ৫টি রাস্তা, ৩টি নদীর পাড় ভাঙ্গন রোধ এবং ২টি পাহাড়ধ্বস রোধসহ মোট ১০টি ফিল্ড ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকার হাতিরঝিল প্রকল্পেও এটি ব্যবহৃত হয়েছে। জুট জিও-টেক্সটাইলস্ এর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন (SWO) নদীর পাড় সংরক্ষণ ও পাহাড় ধ্বসরোধসহ উন্নয়মূলক কর্মকান্ডে জাতীয় স্বার্থে ব্যাপকভাবে জুট জিও-টেক্সটাইলস্ ব্যবহার করতে পারে। এ লক্ষ্যে স্ব স্ব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রেইট সিডিউলে ইহা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

০৬। পাট ও পাটপণ্যের বিষয়টি বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পাশাপাশি দেশের সকল সরকারী/বেসরকারী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল কলেজের পাঠ্যসূচীতে জুট জিও-টেক্সটাইলস্ এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হলে এ বিষয়টি যেমন বিশেষভাবে জানতে পারবে তেমনি এর বাস্তব প্রয়োগও বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বাস করি।

০৭। বর্ণিত অবস্থায়, আপনার মন্ত্রণালয়, অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারসহ সকল ক্ষেত্রে পাটপণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে পাটের বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আপনার ব্যাক্তিগত সহায়তা কামনা করছি।

শ্রদ্ধান্তে

২৫.৫.১৫
(ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী)

সিনিয়র সচিব/ সচিব

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION

সূত্র : ০০১৮/বাফুফে-লটারি(২)/২০১৮ তারিখ : ০২ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিঃ

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা- ১০০০।

বিষয় : বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ফুটবলের উন্নয়ন, তরুণ খেলোয়াড় সৃষ্টি ও ফুটবলের পুনঃ জাগরনের লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তে সরকার অনুমোদিত ২০/- (বিশ) টাকা মূল্যমানের লটারির টিকেট আপনার নিয়ন্ত্রণাধীণ প্রতিটি উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অফিসের সকল প্রকল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গ্রাহকদের মাঝে ও মাধ্যমে বিক্রয়ে সহযোগিতার আবেদন।

জনাব,
উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি উদীয়মান ও প্রতিভাবান তরুন খেলোয়াড় সৃষ্টিসহ ফুটবলের পুনঃ জাগরন ও দেশের ফুটবলের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাফুফে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান; বাফুফের প্রধান আয়ের উৎস স্পন্সরশীপ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ। স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতা/টুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে স্পন্সরশীপ চুক্তি বাবদ যে অর্থ পাওয়া যায় তা লীগ/টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ক্লাবসমূহকে পার্টিসিপেশন ফি/অনুদান হিসেবে প্রদান করতঃ অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট লীগ/টুর্নামেন্টের খেলা আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ফিফা ও এএফসি'র ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাংলাদেশ পুরুষ ও মহিলা জাতীয় ফুটবল দল এবং বয়সভিত্তিক দলসমূহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এবং একইসঙ্গে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনে রেফারী, ফুটবল প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারী দলসমূহের জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য বাফুফে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

উল্লেখিত আলোকে আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ইতিমধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বাফুফে বরাবর প্রেরিত পত্র সূত্র নং: ০৮.০০.০০০০.০৪০.৩৪.০০৪.১১.৭৩, তারিখ ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ এর মাধ্যমে ফুটবলের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০/- (বিশ) টাকা মূল্যমানের জাতীয় লটারি দেশব্যাপী পরিচালনার জন্য আগামী ২০-০৩-২০১৮ হতে ০৩-০৫-২০১৮ পর্যন্ত ড্র ০৫-০৫-২০১৮ খ্রিঃ নির্ধারণ করে সদয় অনুমতি প্রদান করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

উক্ত লটারি টিকেট বিক্রয় করে যে অর্থ সংগ্রহ করা হবে তা শুধুমাত্র ফুটবলের মান উন্নয়নে এবং দেশের ফুটবল পুনঃ জাগরনের জন্য ব্যয় করা হবে। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বাফুফে ঘোষিত 'ভিশন ২০২২' বাস্তবায়নে বিশাল অংকের অর্থের একান্ত প্রয়োজন। উক্ত লটারি সফল ও সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করার কার্যক্রমে আপনার সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। উল্লেখ্য যে, বিগত সময়ে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহে আপনার প্রতিষ্ঠানের লটারির টিকেট বিক্রয়ে সহযোগিতার ধারাবাহিকতায় 'বাফুফে জাতীয় লটারি ২০১৮' এর সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের ফুটবলকে এশিয়া মানে এগিয়ে নেয়া এবং 'ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল' এ খেলার যোগ্যতা অর্জনের প্রত্যয়ে সর্বোপরি দেশের ফুটবলের সামগ্রীক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহের জন্য আপনার নিয়ন্ত্রণাধীণ প্রতিটি উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অফিসের সকল প্রকল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গ্রাহকদের মাঝে ও মাধ্যমে সংযুক্ত নিয়মাবলীর আলোকে 'বাফুফে জাতীয় লটারি ২০১৮' এর টিকেট বিক্রয়ে সহযোগিতার প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদানের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

কাজী মোঃ সালাউদ্দিন
সভাপতি
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডাশেন।

সংযুক্ত : নিয়মাবলীসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি।

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিব একান্ত সচিব
মন্তব্য / মতামত দিন
স্বাক্ষর

BFF HOUSE, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladsh. | Tel : +88-02-9574232, 9556072, 9556329
Fax : +8-02-9559900, 9574233. | E-mail : info@bff.com.bd | Web : www.bff.com.bd

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
BANGLADESH FOOTBALL FEDERATION

সূত্র : ০০১৮/বাফুফে-লটারি(২)/২০১৮ তারিখ : ০২ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিঃ

বাফুফে লটারির টিকেট বিক্রয়ের নিয়মাবলী

শুভ উদ্বোধন ও বিক্রয় শুরু ২০-০৩-২০১৮, ড্র: ০৫-০৫-২০১৮ তারিখ

ক) আমাদের নিজ খরচে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অফিসে টিকেট পৌঁছে দেয়া হবে। বিক্রয় শেষে অবিক্রিত টিকেট ফেরৎ গ্রহণ করা হবে।

খ) বিক্রিত টিকেটের অর্থ (আপনাদের কমিশন রেখে) **"বাফুফে লটারি"** সোনালী ব্যাংক লিঃ, চলতি হিসাব নং-৩৩১৪৫৮০২, স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকা" শিরোনামে যে কোন ব্যাংক হতে ডি.ডি বা পে-অর্ডার তৈরী করে প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, বাফুফে ভবন, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হলো।

গ) টিকেট বিক্রয়ের আনুসাঙ্গিক খরচ বাবদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে ৩০% কমিশন/সম্মানী দেয়া হবে। অর্থাৎ প্রতি টিকেটে ৬/- টাকা হারে কমিশন/সম্মানী দেয়া হবে।

ঘ) ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার সর্বমোট ৬২৪ টি পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কারের বর্ণনা টিকেটের পিছনের পৃষ্ঠায় দেয়া আছে।

ঙ) প্রতি টিকেটের মূল্যমান ২০/- (বিশ) টাকা।

চ) ০১-০৫-২০১৮ পর্যন্ত লটারির টিকেট বিক্রয় করা যাবে এবং ০২-০৫-২০১৮ তারিখ এর মধ্যে অবিক্রিত লটারির টিকেট সমূহ (যদি থাকে), প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, বাফুফে ভবন, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০ এর বরাবরে ফেরৎ পাঠাতে হবে।

ছ) লটারির টিকেট বিক্রয়ের জন্য বিটিভি, স্যাটেলাইট চ্যানেল ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে ও টিকেট বিক্রয়ের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যানার, পোস্টার, স্টীকার ও লিফলেট বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে।

জ) ড্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

হাজী মোঃ আলম কবির
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ও
সদস্য, লটারি পরিচালনা কমিটি।
মোবাইল : ০১৭১১ ৫৮৯৮৭০, ০১৭১০ ১৮০১৫৮।
ই-মেইল : j.k@asiatelnet.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
স্ট্যাম্প প্রশাসন অধিশাখা

নং ০৮.০০.০০০০.০৪০.৩৪.০০৪.১১. ৭৬

তারিখ ঃ ২৮ অগ্রহায়ন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১২ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ লটারি অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান।

নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছি যে, আর্ত মানবতার সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহের নিমিত্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন'কে বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত স্মারনীর ৪ নং কলামে বর্ণিত সময়ে জাতীয় পর্যায়ে ২০ (বিশ) টাকা মূল্যমানের টিকেট বিক্রয় ও ৫ নং কলামে বর্ণিত তারিখে 'ড্র' অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করছেঃ

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	টিকিটের মূল্যমান	টিকেট বিক্রয়ের সময়সীমা	'ড্র' অনুষ্ঠানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	২০ (বিশ) টাকা	২০-০৩-২০১৮ হতে ০৩-০৫-২০১৮ পর্যন্ত	৫-৫-২০১৮ খ্রিঃ

০২। লটারী পরিচালনা/অনুষ্ঠানের শর্তাবলী ঃ

(ক) পুরস্কারসহ লটারী অনুষ্ঠানের সমূদয় ব্যয় বিক্রিত টিকেটের মূল্যমানের অনুর্ধ ৪৫% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে ;

(খ) লটারি অনুষ্ঠানকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৫ ধারা মোতাবেক উৎসে কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান পূর্বক আয়কর আদায়কারি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে ;

(গ) লটারী অনুষ্ঠানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ অনুযায়ী টিকেট বিক্রয়কারীর নিকট থেকে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে ;

(ঘ) লটারী অনুষ্ঠানের অনুমতি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন অবস্থাতেই বিক্রয়/হস্তান্তর করা যাবে না ;

(ঙ) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিকের মাধ্যমে বা উহার অভ্যন্তরে লটারির টিকিট বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রচার করা যাবে না ;

(চ) এজেন্ট নিয়োগ এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে লটারির টিকিট বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি টিকেট বিক্রয় শুরুর পূর্বেই অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করতে হবে ;

(ছ) টিকেট বিক্রি শুরু থেকে 'ড্র' অনুষ্ঠান পর্যন্ত যে কোন সময় প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক কার্যক্রম পরিদর্শন করতে পারবে ;

(জ) 'ড্র' কমিটিতে সদস্য হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ;

(ঝ) 'ড্র' অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণকালে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে ;

(ঞ) শুধু বিক্রিত টিকেটের মধ্যেই লটারীর 'ড্র' অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

(ট) টিকেট বিক্রয় সংক্রান্ত গ্রস আয়ের পরিমাণ এবং লটারীর জন্য বিবেচ্য টিকেটের পূর্ণাংগ তালিকায় 'লটারী ড্র কমিটি' এর সকল সদস্যের স্বাক্ষরের পর ''ড্র'' অনুষ্ঠান করতে হবে ;

চলমান পাতা-০২

Lottery accept

পূর্ব পৃষ্ঠার পর--

(ঠ) লটারি অনুষ্ঠানের ২(দুই) মাসের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ নিশ্চিত করে পুরস্কার বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে ;

(ড) বর্ণিত (খ) ও (গ) শর্তের আলোকে প্রদেয় রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি 'ড্র' অনুষ্ঠানের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অত্র বিভাগের সিনিয়র সচিব/ সচিব বরাবরে দাখিল করতে হবে ; এবং

(ঢ) সরকার কর্তৃক নিবন্ধনকৃত কোন সি, এ ফার্মের দ্বারা নিরীক্ষা সম্পাদন পূর্বক লটারীর টিকেট বিক্রয়লব্ধ সমূদয় অর্থের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণীর ৩ (তিন) কপি "ড্র" অনুষ্ঠানের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অত্র বিভাগে দাখিল করতে হবে।

০২। উপরোক্ত শর্তাবলী লঙ্ঘন/অমান্য করা হলে, জাতীয় লটারি নীতিমালা, ২০১১ এর ৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

০৩। লটারি অনুষ্ঠানের এ অনুমোদন যে কোন সময় বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

(মোঃ আব্দুল গফুর)
উপ-সচিব
ফোন-৯৫৫৫৬৫৭

সভাপতি
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
বিএফএফ হাউজ, সি/এ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

নং ০৮.০০.০০০০.০৪০.৩৪.০০৪.১১. ৭৬/২৮৮

তারিখ : ২৮ অগ্রহায়ন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১২ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য ঃ

১। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। বিভাগীয় কমিশনার (সকল), ...
৭। অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

১২/১২/২০১৭
(মোঃ আব্দুল গফুর)
উপ-সচিব

Lottery accept

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৬২.১৮-৪৯

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪২৪ / ২৫ জানুয়ারি ২০১৮

বিষয়: বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের তহবিল গঠনের জন্য লটারি পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।

সূত্র: বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের স্মারক নম্বর ০০১৩/বাফুফে-লটারি (২)/২০১৮ তারিখ: ০২.০১.১৮

উদীয়মান ও প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড় সৃষ্টি, ফুটবলের পুনঃজাগরণ ও দেশের ফুটবল খেলার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত ফেডারেশনের তহবিল গঠনের জন্য ২০.০৩.১৮ থেকে ০৩.০৫.১৮ মেয়াদে লটারির টিকেট বিক্রয়ে সহযোগিতা করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ১২.১২.১৭ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০৪০.৩৪.০০৪.১১.৭৩ সংখ্যক স্মারকে নির্ধারিত শর্তে বাফুফে'র অনুকূলে ২০.০৩.১৮ থেকে ০৩.০৫.১৮ মেয়াদে ২০/-(বিশ) টাকা মূল্যমানের লটারি-টিকেট বিক্রয় এবং ০৫.০৫.১৮ তারিখে ড্র অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের ফুটবলের মানোন্নয়নের নিমিত্ত বর্ণিত লটারির টিকিট বিক্রয়ে যথাযথ সহযোগিতা করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে চার পৃষ্ঠা।

২৫/০১/১৮

(মঈনউল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-মেইল: dfal_sec@cabinet.gov.bd

১। কমিশনার
----------(সকল বিভাগ)।
২। জেলা প্রশাসক
----------(সকল)।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার
----------(সকল)।

অনুলিপি:

১। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। জনাব কাজী মোঃ সালাউদ্দিন, সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, মতিঝিল, ঢাকা।

E:\Nicos folder\IRD\Ird.Letter.doc1